আমাদের সময়

তারিখ 14 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

১০ শতাংশ ভ্যাট নিয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা

বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের আশঙ্কা

হুমায়ুন কবির খোকন ● ফের চাপে পড়তে যাচ্ছেন বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে ১০ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণের প্রস্তাব করায় এ চাপ তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। বিষয়টিকে 'অন্যায্য' আখ্যায়িত করে শিক্ষার্থীরা বলছেন, সরকারের প্রস্তাবিত এ বাজেট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অস্থির করে তুলবে। তাদের মতে, ভ্যাটের কারণে একদিকে অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা বাধাগ্রস্ত হবে। এতে বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'দেশের ৮৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০টি উচ্চহারে টিউশন ফি আদায় করে। বাকিগুলোতে ফি তত বেশি নয়। এর প্রধান কারণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশই এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

১০ শতাংশ ভ্যাট নিয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করেন। সেক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ হারে ভ্যাট আরোপ হলে তা শিক্ষার্থীদের ওপরই বর্তাবে। এতে উচ্চশিক্ষা সঙ্কুচিত হতে পারে।'

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আসন সংকট, সেশন জটসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এর বিপরীতে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে উচ্চবিত্তের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের নাগালে চলে এসেছে। যে কারণে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে, যা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। প্রস্তাবিত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিপরীতে বর্তমানে সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তিতে ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর ভ্যাট নেই। আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশাপাশি এই খাতগুলোকেও মূসকের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। তবে করভার সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে এক্ষেত্রে সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তিতে ১০ শতাংশ মূসক নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।'

শিক্ষার্থীরা জানায়, অর্থমন্ত্রীর এ বক্তব্যে খুব স্বাভাবিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে খরচ বাড়বে। আর করের বোঝা শিক্ষার্থীদের ওপরই পড়বে। তাদের মতে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি হয় ৬০ শতাংশ। প্রস্তাবিত কর বাস্তবায়িত হলে করের বোঝা বাড়বে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনায় খরচও বাড়বে। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে ক্ষতির মুখে পড়বে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে।

শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফরহাদ সরকার সোহান বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল উচ্চবিত্তের সন্তানরাই পড়ছে না, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মফস্বল থেকে আসা এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকের সন্তানরাও ভর্তি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ফি পরিশোধের জন্য অভিভাবকরা জমিজমা বন্ধক এমনকি বিক্রি পর্যন্ত করছে। এ অবস্থায় ১০% কর আরোপ করা হলে শিক্ষাব্যয় বহুগুণ বেড়ে যাবে। যা শিক্ষার্থীদেরই পরিশোধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রকে আরও সঙ্কুচিত করবে।

১০ শতাংশ মূসক নির্ধারণের প্রস্তাব দুই ধরনের চাপ আনতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আরেক শিক্ষার্থী রিয়াদ আরিফ। তিনি ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের ১০ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। তার দাবি, কর বৃদ্ধি করা হলে কর্তৃপক্ষ বেতন-ফি বাড়াবে। শিক্ষার্থীদেরই এই চাপ নিতে হবে। আর এই ভ্যাটের বিষয়টিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনাকারীরা। অযথা অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।

প্রস্তাবিত ১০ শতাংশ মূসক নির্ধারণ অভিভাবকদের ওপর প্রভাব ফেলবে বলে মন্তব্য করছেন ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) ট্রিপল-ই বিভাগের ৮ সেমিস্টারের তারেক আজিজ, নওশিন নওয়ার নিকিতা, হাসিবুল আনোয়ার, রিয়াদ হোসাইন ও ফারজানা ইয়াসমিন মুমু। তারা জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচের চিন্তায় এমনিতেই অভিভাবকদের ঘুম আসে না। এ অবস্থায় করের বাড়তি টাকার চিন্তায় শিক্ষার্থীদেরও ঘুম হারাম হয়ে যাবে।

তারেক আজিজ বলেন, 'বিষয়টি ঠাট্টার বা তামাশার নয়। অভিভাবকদের টাকা এনে পড়াশোনা করছি, অথচ পাশের ঘরের একজন হয়তো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। আমার তো রেজাল্ট ভালো। তাহলে আমাকে কেন বাড়তি টাকা খরচ করে পড়তে হবে? আমরা মনে করি, সরকারকে এ ব্যাপারে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সরকারই বলুক, দেশের সন্তানদের পড়াবে, না মূর্খ রাখবে?'

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে

শিক্ষার্থীদের অভিমত, প্রস্তাবিত ১০ শতাংশ ভ্যাট নির্ধারিত হলে বিষয়টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেউ মানবে না। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো অশান্ত হয়ে উঠবে। ছড়িয়ে পড়বে আন্দোলন। তাই সরকারকে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী কাঁকন বিশ্বাস বলেন, আমাদের দেশে সরকার একদিকে যেমন সব শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে না, অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা যখন পরিবারের অর্থে উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টা করছে, তখন নানাভাবে সেখানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে যাচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত আসন না থাকায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিকভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হতে হবে। তিনি বলেন, অতীতেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ৪.৫ শতাংশ হারে কর আরোপ করা হয়েছিল। তখন প্রথমবারের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল। পরে আন্দোলনের চাপে ওই কর বাতিল করা হয়েছিল। আমরা আশাবাদী যে, এবারও ছাত্রসমাজ সংগঠিতভাবে এই অন্যায্য কর আরোপ চেষ্টার জবাব দেবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কর আরোপ করার বিষয়টি শিক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দেয়। আইনি অনুমোদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বলা হচ্ছে, আবার সেই প্রতিষ্ঠানের ওপর মূসক ধার্য করা হাস্যকর।

ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র পার্থ সারথি দত্ত বলেন, এই কর প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীর ওপর গিয়ে পড়বে। ২০১০ সালেও অর্থমন্ত্রী কর আরোপ করেছিলেন। কিন্তু ছাত্র সমাজের আন্দোলনের মুখে ওই সময় তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। আবারও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে এই আরোপিত করের সিদ্ধান্ত বাতিল করবে।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান নিরু অভিযোগ করে বলেন, আমাদের শিক্ষার দায়দায়িত্ব সরকারেরই নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না নেওয়াতেই বর্তমানে কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং হচ্ছে। তিনি বলেন, এমনিতেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যয় অনেক বেশি। এর বাইরে আবার নতুন করে কর আরোপ করা হলে শিক্ষার্থীদের জন্য তা অসহনীয় হয়ে উঠবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ৮৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসেবা দিয়ে আসছে। এর আগেও বিভিন্ন সরকারের আমলে এমন অতিরিক্ত করের সিদ্ধান্ত হলেও পরে তা বাতিল হয়।

অনেকেরই মেডিক্যালে পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে

'কত টাকা হলে ডাক্তার হতে পারব? সরকার বলুক, আর কত টাকা, কত জমি বিক্রি করলে মানুষের সেবার ধর্মটি শিখতে পারব আমরা?'– ১০ শতাংশ ভ্যাট নির্ধারণ নিয়ে এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিলেট জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস কোর্সের শিক্ষার্থী এনামুল হাসান নিলয়। একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার রহমান শুভ বলেন, ভাই, অনেক টাকা খরচ করে ভর্তি হয়েছি। এবার যদি ভ্যাটের নামে আরও বাড়তি টাকার চাপ আসে, তাহলে বাড়ি চলে যেতে হবে।

উচ্চশিক্ষা ভেঙে পড়বে

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক সমিতির সভাপতি কবির আহমেদ বলেন, সরকার দ্বিমুখী আচরণ করছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তুকি দিচ্ছে আর বেসরকারিতে ভ্যাটের প্রস্তাব করেছে। পুরো চাপটা যাবে সাধারণ মানুষের ওপর। অনেক শিক্ষার্থীরই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে। চরমভাবে বিঘ্নিত হবে উচ্চশিক্ষা। তিনি জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতি এটি নিয়ে কাজ করছে। সরকারকে মূসক নির্ধারন বাতিল করতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করা হবে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা সীমিত। তাই অনেক শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সরকারের উচিত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। কিন্তু সরকার তা না করে কর আরোপ করছে। এটা ঠিক নয়।' তিনি বলেন, 'জার্মানিতে উচ্চশিক্ষায় কোনো টিউশন ফি নেই। যুক্তরাজ্য বছরে ৩৭ বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে বেসরকারি শিক্ষায়। আর যুক্তরাষ্ট্র বছরে ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার শিক্ষা ঋণ দিচ্ছে। আমাদের এখানে তো তা হচ্ছে না। উল্টো শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ কমছে।' তিনি জানান, শতকরা হিসেবে এখন বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ১ দশমিক ৮ ভাগ। আর আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন বরাদ্দ ছিল ১২ ভাগ।

সরকারের নীতিতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষার মধ্যে কোনো বৈষম্য না রেখে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য মানোন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন ড. একে আজাদ চৌধুরী।

শিক্ষাবিদ এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, অর্থমন্ত্রী কোন চিন্তা থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভ্যাটের প্রস্তাব করেছেন, তা জানি না। তবে এই ভ্যাট যদি শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে তাহলে তা শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের ওপরই বর্তাবে। আর এটা সরকারের জানা উচিত এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানে এই নয় যে, ধনীদের বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে এখন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করছে। তিনি আরও বলেন, 'এমনিতেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি অনেক বেশি। তার ওপর ১০ ভাগ ভ্যাটের চাপ পড়লে অনেক শিক্ষার্থীরই উচ্চশিক্ষা বাধাগ্রস্ত হবে।'

শিক্ষাবিদ ও ইউডার উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, ভ্যাট নির্ধারণের প্রস্তাবটি পাস হলে এর ফল হবে ভয়ঙ্কর। পয়সাগুলো তো আর বিশ্ববিদ্যালয় মালিকরা দেবে না, দেবে শিক্ষার্থীরা। তারা কোথায় পাবে এত টাকা? এমনিতেই ঢাকা শহরে থাকা-খাওয়ার খরচ এখন আকাশচুম্বী। এরপর ভ্যাট দিতে গেলে ছাত্রদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে। অসহায় বোধ করবেন অভিভাবকরা। ছাত্ররা বিষয়টিকে সহজভাবে নেবে না। এর পরিণাম হবে ভয়াবহ।